

চারটি গরুর গল্প

আনওয়ার আল ইয়ামেনি

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমি আপনাদের একটা গল্প বলবো। আপনারা অনেকেই হয়তো গল্পটা আগেও শুনেছেন। কিন্তু এই গল্পটা থেকে আমাদের জন্য অনেক কিছুই শেখার আছে।

গল্পটি চারটি গরুকে নিয়ে। তাদের মধ্যে একটি ছিল সাদা আর বাকি তিনটি ছিল কালো বর্ণের। তারা হিংস্র নেকড়ে পরিবেষ্টিত খুব বিপদজনক একটি জায়গায় থাকতো। কিন্তু তারা সবসময় একসাথে থাকতো, একে অপরের প্রতি খেয়াল রাখতো এবং চোখকান খোলা রাখতো। ফলে শ্বাপদসংকুল এলাকায়ও তারা টিকে থাকতে পেরেছিল।

কিন্তু একদিন কালো গরু তিনটি গোপনে এক জায়গায় একত্রিত হলো। তারা বললো, সাদা গরুটা আমাদের জন্য বড় ঝামেলা সৃষ্টি করছে। আমরা কালো হওয়ায় রাতে আমাদের কেউ দেখতে পায় না, আমরা সহজেই লুকিয়ে থাকতে পারি। কিন্তু ঐ সাদা গরুকে অনেক দূর থেকেই চোখে পড়ে। ফলে আমরা ধরা পড়ে যেতে পারি। তাই, এক কাজ করা যাক। আমরা তিনজন একসাথে থাকি, আর ঐ ঝামেলাটাকে আলাদা করে দিই।

কথামত সেইদিন থেকে তারা তিনজন, বেচারা সাদা গরুটিকে আলাদা করে দিলো। এদিকে নেকড়ে ছিল খুব চালাক। সে গরুগুলোর ভিতর বিভেদ বুঝতে পেরে সাদা গরুটিকে আক্রমণ করলো। কালো গরু তিনটি কোন বাধাই দিলো না। তাদের ভাইকে যখন টুকরো টুকরো করা হচ্ছিলো, তারা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলো।

কিন্তু নেকড়ে পরদিন রাতে তাদের তিনজনকে আক্রমণ করে বসলো। কারণ? নেকড়ে বুঝতে পেরেছিল, যেহেতু একটি গরু কম ছিল, তাই তারা এখন আগের তুলনায় দুর্বল। তাদের শক্তি অনেক কমে গিয়েছিল। ফলস্বরূপ নেকড়ে একটি কালো গরুকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

পরদিন রাতে নেকড়ের কাজ আরো সহজ হয়ে গিয়েছিল, কারণ এখন গরুর সংখ্যা আরো একটি কমে দুইটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারা অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু নেকড়ে আরো একটি গরুকে মেরে ফেলতে সক্ষম হলো। তার পরেরদিন মাত্র একটি গরুই বেঁচে ছিল। তাই নেকড়ে যখন তাকে আক্রমণ করতে আসলো, গরুটি বাধা দেয়ার পরিবর্তে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করলো। নেকড়ে খুব ধীরে সুস্থে আগাছিল, কারণ সে জানে গরুটি একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তাকে বাঁচানোর মত কেউ আর অবশিষ্ট নেই। সুতরাং তাড়াহুড়া না করে নেকড়ে যথাসময়ে গরুটির ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো। ঠিক তখনই, গরুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বললো, যে কথা থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। গরুটি বলেছিল,

“আমি তো সেদিনই মারা গিয়েছি, যেদিন সাদা গরুটি মারা গিয়েছিল। আমি নিজের মৃত্যুকে সেদিনই ডেকে এনেছিলাম। আমি এখন মারা যাচ্ছি না। আমি আজ মারা যাচ্ছি না। আমি সেদিনই মারা গিয়েছি, যেদিন আমি সাদা গরুটিকে নেকড়ের হাতে একাকি ছেড়ে দিয়েছিলাম।”

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, নিশ্চয়ই আপনারা অনেকেই গল্পটির মূল বক্তব্য ইতিমধ্যেই ধরে ফেলেছেন। আমি এখানে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো ইন শা আল্লাহ।

ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଗଲ୍ପଟି ମୁସଲିମ ଉତ୍ସାହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବହ୍ଲାର ଥିବ ଭାଲୋ ଏକଟି ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରେଛେ । ଠିକ ଏହି ଘଟନାଇ ଯେନ ଘଟେ ଚଲେଛେ ବିଶ୍ଵଜୁଡ଼େ । ଏକେର ପର ଏକ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରେ ପତନ ହଚ୍ଛେ, ଆର ଆମରା କିଛୁ ନା କରେ ବସେ ବସେ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଖେଇ ଯାଚିଛି । ସଥିନ ଫିଲିସ୍ତିନ ଦଖଲ କରା ହଲୋ, ଆମରା କିଛୁଇ କରଲାମ ନା । ତାରପର କଶିର, ଚେଚନିଆ, ଫିଲିପାଇନ । ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚପ । ତାଲିକାର ସର୍ବଶେଷ ସଂଯୋଜନ ଇରାକ । ଇରାକେ ସଥିନ ହତ୍ୟାଯଙ୍ଗ ଚଲିଛେ, ଆମାଦେର ଦେଖା ତଥିନୋ ଶେଷ ହୁଯାନି । ଆପନାର କି ମନେ ହୁଯ ଏଥାନେଇ ଏର ସମାପ୍ତି? କଥିନୋ ନଯ! ଏରପର ହୁଯତୋ ଏକଦିନ ସିରିଯାଯ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦିବେ । ଆଲ୍ଲାହଇ ଭାଲୋ ଜାନେନ ତାଲିକାଯ ଏରପର କୋନ ଦେଶ । ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଲୋ ଆଜକେ ଦଖଲ ହୁଯାନି । ଆମରା ଯେଦିନ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ଦଖଲ କରେ ନିତେ ଦିଯେଛିଲାମ, ସେଦିନଇ ଆମାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକର ପତନ ଆମରା ଡେକେ ଏନେଛି ।

ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଅନୈକ୍ୟେର ଫଳ କି ହତେ ପାରେ, ଗଲ୍ପଟିତେ ତା ଭାଲଭାବେଇ ଫୁଟେ ଉଠେଛେ । ସଥିନଇ ଐ ଗରୁଣଲୋର ମଧ୍ୟେ ବିଭେଦ ଦେଖା ଦିଲୋ ଏବଂ ତାରା ଏକଟି ଗରୁକେ ନେକଡ଼େର ହାତେ ହେବେ ଦିଲୋ, ତଥନଇ ତାରା ହେବେ ଗିଯେଛିଲ । ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ବୋନେରା, ନବୀ ମୁହମମ୍ଦ ସାଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମ ଉତ୍ସାହର ଏକଟି ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଦିଯେଛେନ । ନୁମାନ ବିନ ବାଶିର ହତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମ ବଲେଛେନ, “ପାରସ୍ପରିକ ଭାଲୋବାସା ଏବଂ ସହମର୍ତ୍ତାର ଦିକ ଦିଯେ ମୁମିନରା ଏକଟି ଦେହେର ମତ । ସଥିନ ଦେହେର କୋନ ଏକଟି ଅଂଶେ ବ୍ୟଥା ଅନୁଭୂତ ହୁଯ, ଅନିଦ୍ରା ଆର ଜୁରେର କାରଣେ ପୁରୋ ଦେହେଇ ବ୍ୟଥା ଅନୁଭୂତ ହୁଯ” । (ମୁସଲିମ)

ରାସୁଲ ସାଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମେର ଏହି କଥା ଥେକେ ଆମରା ବୁଝାତେ ପାରି, ଆପନାର ଆଙ୍ଗୁଳ, ପା କିଂବା ଦେହେର ଯେ କୋନ ଅଂଶେ ଯଦି ଆଘାତ ଲାଗେ; ଆପନି ତଥନ ବ୍ୟଥାଯ ଘୁମାତେ ପାରେନ ନା! ଆପନାକେ ଇନଫେକ୍ଶନ ଥେକେ ବାଁଚାତେ କ୍ଷତିହାନେର ବ୍ୟାକଟେରିଆର ବିରଳଦେ ଆପନାର ଶରୀରେର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର ଯୁଦ୍ଧ ଶୁରୁ କରେ, ଫଳେ ଆପନାର ଜୁର ଆସେ । ଗୋଟା ଦେହି ଶକ୍ରର ବିରଳଦେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧେ ଶାମିଲ ହୁଯ । ତାଇ ଯଦି କୋନ ମୁସଲିମ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଯ- ପୂର୍ବେହି ହୋକ ଆର ପଶିମେ, ଉତ୍ତରେ କିଂବା ଦକ୍ଷିଣେ- ଦେହେର କେନ୍ଦ୍ରେହି ହୋକ ବା ଆଙ୍ଗୁଲେର ଡଗାତେହି ହୋକ, ଆପନାର ଠିକ ତେମନଇ ବ୍ୟଥା ଲାଗା ଉଚିତ ଯେନ ନିଜେର ପରିବାରଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଯେଛେ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପନି ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ନିଜେର ଏବଂ ନିଜେର ପରିବାରେର ନିରାପତ୍ତା ନିଯେଇ ବ୍ୟତ୍ତ ଥାକେନ, ବୁଝାତେ ହବେ ଆପନାର କୋନ ସମସ୍ୟା ଆଛେ । ଆପନି ଆସଲେ ଏହି ଦେହେର ଅଂଶି ନା! ରାସୁଲ ସାଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମ ବଲେଛେ, ଉତ୍ସାହ ଏକଟି ଦେହେର ମତ । ଯତକ୍ଷଣ ତାରା ସତ୍ୟକାରେର ମୁସଲିମ ହିସେବେ ପରିଚିତ; ତାରା କୋନ ଦେଶେର, କୋନ ଦଲେର, କୋନ ମାଯହାବେର ସେଟି କୋନ ବିବେଚ୍ୟ ବିଷୟ ନଯ ।

କିନ୍ତୁ ଅବହ୍ଲାଦିଷ୍ଟେ ଏଥିନ ଆମରା ଶୁଦ୍ଧ ନିଜେର ଦଲେର ମାନୁଷଦେଇ ମୁସଲିମ ମନେ କରି । ଅମୁକ ଆମାର ମତାଦର୍ଶ ମେନେ ଚଲେ ନା, ସୁତରାଂ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମାଦେର କେଉ ନଯ- ଏଟିଇ ଯେନ ଆମାଦେର ମୂଳ କଥା ହେବେ ଦ୍ୱାରିଯେଛେ । ଯତକ୍ଷଣ ଆପନି କାଉକେ କାଫିର ପ୍ରମାଣ କରତେ ନା ପାରବେନ, ସେ ଏକଜନ ମୁସଲିମ । ଯଦି କେଉ ନିଜେକେ ମୁରତାଦ ଦାବି ନା କରଛେ, ସେ ଏକଜନ ମୁସଲିମ- ସେ ଯେ ଦେଶେର, ଯେ ଦଲେର ଆର ଯେ ମାଯହାବେରଇ ହୋକ ।

କିନ୍ତୁ ଏକବନ୍ଦ ଥାକାର ଅର୍ଥ ଏହି ନଯ ଯେ, ଆମରା ସବ ଦଲ କିଂବା ମାଯହାବେର ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୂର କରେ ଏକେ ଅନ୍ୟେର କପି ହେବେ ଯାଏ, ଏଟି ଏକଟି ଅବାସ୍ତବ ବ୍ୟାପାର । ଇସଲାମେର ଜନ୍ୟ କରା କାଜେର ପନ୍ଦିତିତେ ଆପନାର ସାଥେ ଅନ୍ୟେର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାକତେଇ ପାରେ, ଆପନାର ସାଥେ ଆରେକଜନେର ମାଯହାବେ ହୁଯତୋ ଭିନ୍ନତା ଥାକତେ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ଆପନାର ଭାଇ ସଥିନ ବିପଦେ ପଡ଼ିବେ, ଆପନିଇ ସବାର ଆଗେ ସାହାଯ୍ୟେର ହାତ ବାଢ଼ିଯେ ଦିବେନ- ଏଟିଇ ହଲୋ ଏକ ଯ । ଆପନି ହୁଯତୋ ଏକ ଧରନେର କାଜ କରେନ, ଆରେକଜନ ହୁଯତୋ ଅନ୍ୟ ଧରନେର । ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟେର ଓ ଦରକାର ଆଛେ । ଆମରା ଆଜ ସବ ଦିକ ଦିଯେ ପିଛିଯେ ପଡ଼େଛି, ତାଇ ସବ ଜାଯଗାତେଇ ମୁସଲିମଦେର ପ୍ରବେଶ କରା ପ୍ରୋଜନ । କେଉ ଦାଓୟାହର

কাজে, কেউ ইলম অর্জনের কাজে আর কেউ ইবাদাহর প্রতি মনোনিবেশ করবে। সবার পক্ষে সব কাজ করা অসম্ভব।

একেক মানুষের দক্ষতার ক্ষেত্রে একেক জায়গায়। কেউ ভালো আলিম হয়, কেউ ভালো ইমাম, কেউ ভালো শিক্ষক আবার কেউ হয়তো খুব ভালো উপদেষ্টা। প্রত্যেকটি মানুষই ভিন্নধর্মী। অনেকেই দেখবেন ঘাড় গুঁজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করছে, কথা বলার মত সময়ও তাদের নেই। কিন্তু তারাই মুসলিমদের নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করছে। কারো কাজকেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। তাই এক্যবন্ধ থাকার অর্থ হলো, আপনার ভাইয়ের প্রয়োজনের সময় তার মতাদর্শ বিচার করতে না বসে, তার বিপদকে নিজের মনে করে আপিয়ে পড়া। এটিই একেয়ের সংজ্ঞা।

তাই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতিত মুসলিমদের দুঃখ কষ্ট আপনাকেও যেন স্পর্শ করে। আপনার জন্মভূমি না হলেও, ফিলিস্তিন আর ইরাকে কি ঘটছে, তার খবর আপনাকে রাখতে হবে। কাশ্মীরে কি হচ্ছে, আপনার সে ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। অনেক মুসলিম দেশের নিজেদের মধ্যেই রাজনৈতিক বিরোধ বিদ্যমান, হয়তো যুদ্ধও চলছে। তবুও একজন মুসলিম হিসেবে আপনি তাদের প্রতি বৈষম্য করতে পারেন না। সমস্যা কিংবা বিরোধের জন্য দায়ী রাজনৈতিক নেতা এবং সরকারগুলো। কিন্তু এই দেশের মুসলিমরা তো কোন দোষ করেনি, তারা আমাদের ভাই- বিষয়টা এভাবেই দেখতে হবে। মুসলিম উম্মাহর জন্য আমাদের দরদ থাকতে হবে।

মুসলিমদের সমস্যা নিয়ে যার কোন চিন্তাই নেই, সে উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত নয়।

আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রত্যেক ব্যক্তি তার সাথেই থাকবে, যাকে সে ভালবাসে” (বুখারি)। তাই আপনি যদি মুসলিমদের ভালোবাসেন, হাশরের দিন আপনি তাদের সাথেই থাকবেন। আর আপনার ভালোবাসা যদি কফিরদের জন্য হয়, আপনার হাশরও হবে তাদের সাথে। এটিই আল্লাহর বিচার। যারা মুসলিমদের ভালোবাসে, মুসলিমরা যেখানে যাবে তারাও সেখানেই যাবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমরা জানতে পারি, কিয়ামতের দিন আল্লাহ মুশরিকদের বলবেন, তোমরা দুনিয়াতে যাদের উপাসনা করতে তাদের অনুসরণ করো। তাই যারা দ্রুশের উপাসনা করতো, তারা দ্রুশের পিছে পিছে যাবে। আর যারা মূর্তি পূজা করতো, তারা মূর্তির পিছে পিছে যাবে। আল্লাহ বলবেন, তোমরা তো দুনিয়াতে আমার ইবাদাত করোনি, তাহলে এখন আমার কাছে চাইতে এসেছ কেন? তোমরা যাদের উপাসনা করতে, তাদের কাছেই তোমাদের প্রতিদান খুঁজে নাও। তারপর আল্লাহ তাদের সেই সব নকল ঈশ্বর আর মূর্তিকে জাহান্নামের আগ্নে ছুড়ে ফেলবেন আর তারাও অনুসরণ করতে বাধ্য হবে। আল্লাহর চেয়ে অধিক ন্যায়বিচারক আর কে আছে?

আবদুল্লাহ ইবন উমার থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, তাই তার উচিত নয় ভাইয়ের উপর অত্যাচারকরা কিংবা কোন অত্যাচারীর হাতে তাকে তুলে দেয়া। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটাবেন; যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন; আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ ত্রুটি গোপন রাখবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ ত্রুটি গোপন রাখবেন” (বুখারি ও মুসলিম)

গল্পের কালো গরুগুলো সাদা গরুটিকে শক্ত হাতে তুলে দিয়েছিল। তারা নিজেদের নিরাপত্তা চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল, সাদা গরুটিকে আলাদা করে দিলেই তারা নিরাপদ হয়ে যাবে। ঐ সাদা গরুটাই যত সমস্যার মূল। ওটা একটা জঙ্গি। ওটাকে জেলে ঢুকিয়ে দিলেই সব সমস্যার সমাধান। কিন্তু তারা যে বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারেনি, সেটা হলো তারাই নেকড়ের পরবর্তী টার্গেট

হতে যাচ্ছে। সুতরাং প্রিয় ভাই, আপনি যদি নিজেকে বাঁচাতে চান- আমরা এখন বিপদগ্রস্ত কোন মুসলিমের কথা বলছি না- আপনার নিজের নিরাপত্তার কথা বলছি। আপনি যদি নিজেকে বাঁচাতে চান, এই খেলা আপনাকে বন্ধ করতে হবে। একজন মুসলিমকেও যদি আপনি শক্রুর হাতে ছেড়ে দেন, আপনি আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতে পারেন-“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটাবেন; যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন”- আপনি আজ আপনার মুসলিম ভাইকে যদি বিপদে সাহায্য করেন, কিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন।

আমরা সবাই জানি আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমরা একাকি কিছুই করতে পারবো না। যদি আপনি আল্লাহর সাহায্য পেতে চান, তাহলে আপনার ভাইয়ের সাহায্যে ঝাপিয়ে পড়ুন। আপনি কোন ভাইকে শক্রুর হাতে তুলে দিয়েই ভেবে বসবেন না যে তারা সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। কখনোই নয়। শয়তান কখনোই সন্তুষ্ট হবে না। গোটা উম্মাহকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত সে শান্তি পাবে না। আপনি অন্য কোন কিছুর বিনিময়েই তাকে খুশি করতে পারবেন না। আদমের সৃষ্টিলগ্ন থেকে তার সাথে আমাদের যে শক্রুতার সূচনা হয়েছিল, কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। আপনি আপনার এক ভাইকে বলি দিলেই, সে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে না। তার পেট কখনোই ভরবে না। তার ত্রুট্য কিছুতেই মিটবে না।

আজ যদি বিপদগ্রস্ত কোন মুসলিমকে আপনি পরিত্যাগ করেন, নিশ্চিত থাকুন কাল আল্লাহ আপনাকে পরিত্যাগ করবেন। আর পশ্চিমা দেশগুলোতে বসবাসকারী ভাই ও বোনেরা, আপনাদের সন্তান সম্পূর্ণ অনৈসলামিক একটি পরিবেশে বেড়ে উঠছে। আজ হয়তো আপনি তাদের আগলে আছেন, কিন্তু আপনি তো চিরদিন বেঁচে থাকবেন না। কাল যখন আপনি মারা যাবেন, তাদের কি হবে তা কি ভেবে দেখেছেন? আল্লাহই ভালো জানেন, হয়তো তারা অমুসলিম হয়ে যাবে! এমন সন্তানাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। আমরা আল্লাহর কাছে দুঁআ করি তিনি যেন আমাদের সন্তানদের সঠিক পথে অটল রাখেন। কিন্তু প্রিয় ভাই, আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য, তাকে সঠিক পথে রাখার জন্য আপনার অবশ্যই আল্লাহর পথে কিছু বিনিয়োগ করে যাওয়া উচিত। কিয়ামতের দিন আপনার পরিবারের ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর কাছে অভিযুক্ত হতে চাইবেন না? যেহেতু আপনিই তাদের এই অমুসলিম দেশে নিয়ে এসেছেন, আপনাকেই তাদের গুনাহের ভার বহন করতে হবে। জেনারেশনের পর জেনারেশন আসবে আর তাদের সবার দোষ আপনার ঘাড়েই চাপবে। তাই আপনার সন্তানের জন্য এখনই কিছু বিনিয়োগ করুন। আপনার বিপদগ্রস্ত ভাইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। আল্লাহ আপনার পাশে এসে দাঁড়াবেন এবং আপনার মৃত্যুর পর আপনার সন্তানদের পাশে থাকবেন।

ইবন আবাসের হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবলেছেন, যদি তুমি আল্লাহর প্রতি (আদেশ পালনের ব্যাপারে) যত্নবান হও, আল্লাহ তোমার প্রতি যত্নবান হবেন। কিন্তু কিভাবে? ইবন রজব আল-হাস্বলি তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে-

- ১) যদি আপনি আল্লাহর প্রতি যত্নবান হন, আল্লাহ খারাপ চিন্তা এবং ঈমানি দূর্বলতা থেকে আপনাকে মুক্ত রাখার মাধ্যমে আপনার প্রতি যত্নবান হবেন।
 - ২) যদি আপনি আপনার ঘোরনে আল্লাহর আদেশ পালনের ব্যাপারে যত্নবান হন, আল্লাহ বৃদ্ধাবস্থায় আপনার প্রতি যত্নবান হবেন।
 - ৩) যদি আপনি আল্লাহর আদেশ পালনের ব্যাপারে যত্নবান হন, আল্লাহ আপনার সন্তানদের প্রতি যত্নবান হবেন।
- তৃতীয় ব্যাখ্যাটির ব্যাপারে ইবন রজব মুসা এবং খিয়িরের ঘটনার উদাহরণ দেন। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করছেন, “আবার তারা চলতে শুরু করলো। (কিছুদূর এগিয়ে) তারা জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছালো, তারা অধিবাসীদের কাছে কিছু খাবার চাইলো, কিন্তু অধিবাসীরা তাদের মেহমানদারি করতে অস্বীকার করলো, অতপর তারা একটি ভগ্নপ্রায় প্রাচীর দেখতে পেল,

সে (খিয়ির) প্রাচীরটি সোজা করে দিলো, সে (মুসা) বললো, তুমি চাইলে তো এর বিনিময়ে কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতে!”

[ভাবার্থ- সূরা কাহাফ:৭৭]

পরবর্তীতে খিয়ির তার এই কাজের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, “প্রাচীরটি ছিল শহরের দুটি এতিম বালকের, এর নিচেই ছিল তাদের জন্য রাক্ষিত ধনভাণ্ডার, তাদের পিতা ছিল একজন নেককার ব্যক্তি, (এ কারণেই) তোমার মালিক চাইলেন ওরা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তাদের সম্পদ বের করে আনুক, এ ছিল তোমার মালিকের অনুগ্রহ, এর কোনটাই আমি নিজে থেকে করিনি, আর এটিই হচ্ছে সেসব কাজের ব্যাখ্যা, যে ব্যাপারে তুমি দৈর্ঘ্য ধারণ করতে পারছিলে না।” [ভাবার্থ- সূরা কাহাফ:৮২]

অতএব দেখতেই পারছেন আল্লাহ কিভাবে তাদের পিতার সৎ কর্মের কারণে ছেলে দুটির সম্পদ রক্ষা করলেন। ছেলে দুটি বড় হয়ে ভালো হবে নাকি খারাপ হবে তা এখানে বিবেচ্য ছিল না, শুধুমাত্র তাদের পিতার সৎ কর্মের কারণেই আল্লাহ স্বয়ং খিয়িরকে পাঠিয়ে তাদের রক্ষা করলেন! আল্লাহ আপনার এবং আপনার সন্তানদের প্রতি যত্নবান হবেন, এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে? তাই আমাদের উচিত আল্লাহর আদেশ পালনের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। আপনার দায়িত্ব আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন না। কারণ আপনিই হবেন পরবর্তী টার্গেট।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমি এতক্ষণ যা বললাম, তার জন্য আপনাকে ইরাক কিংবা ফিলিস্তিন যেতে হবে না। আপনার শহরে, আপনার প্রতিবেশিদের দিকেই একটু খেয়াল করে দেখুন। আপনি জানেন? আপনার নিজের দেশেই কত মুসলিমকে গ্রেফতার করা হয়েছে? আপনি যখন গুয়াত্তানামো বে নিয়ে আহাজারি করেন, মনে রাখবেন, আপনার নিজের দেশেই গুয়াত্তানামো বে আছে। শত শত মুসলিম, বিনা অপরাধে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, জেলগুলোতে পাঁচে মরছে, আপনি কি করেছেন তাদের জন্য? আপনার উত্তর আফ্রিকার ভাইয়েরা রাস্তায় পড়ে আছে, কেউ এগিয়ে আসছে না তাদের সাহায্য করতে। কোথায় মুসলিম কমিউনিটি? আপনি কি করেছেন তাদের জন্য? (সন্তুষ্ট খুতুবাটি আমেরিকায় দেয়া, তাই আফ্রিকানদের কথা বলা হচ্ছে। আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠিতে ভোগার কোন কারণ নেই। মনে আছে? আমরা রোহিঙ্গাদের সাথে কি করেছি?)

এক ভাই আমাকে তার পরিবারের অবস্থার কথা বলেছিলেন। এসব অসহায় ভাইবোনদের দেখাশুনা করার মতও কেউ নেই। পরিবারগুলো না খেয়ে মারা যাচ্ছে। কিন্তু তাদের সাহায্যে কেউই এগিয়ে আসছে না। কিছুদিন আগে কয়েকজন ব্রিটিশ ভাইদের গ্রেফতার করা হয়। কোন অভিযোগ না পেয়ে পরে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। তাদের একজনকে গ্রেফতারের সময় সে কোন প্রতিরোধ না করে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত মাথার উপর তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু পুলিশ বিনা কারণে তাকে মারধোর শুরু করে। মার খেতে খেতে যখন তার শরীরের বিভিন্ন স্থান ফেটে রক্ত ঝরতে শুরু করে, তার চোখে কালশিটে দাগ পড়ে যায় এবং প্রস্তাবের সাথে রক্ত বেরহতে থাকে, পুলিশ তাকে সিজদারত অবস্থায় বসিয়ে দিয়ে ব্যাঙ্গ করে প্রশ্ন করে, “তোমার আল্লাহ এখন কোথায় গেল?” ইসলামের, ধর্মের, উম্মাহর এত অপমানের পরও আপনি শুধু দেখেই যাবেন? এই অপমান শুধু ঐ ভাইকে করা হয়নি, এই অপমান করা হয়েছে ইসলামকে। কাউকে সিজদায় ফেলে, আল্লাহ কোথায় প্রশ্ন করা? আল্লাহ আকবার! তারা আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করছে? আল্লাহ ন্যায়বিচারক, তিনি এর যথাযোগ্য শাস্তি দিবেন। আল্লাহ কোনভাবেই আমাদের মুখাপেক্ষী নন। আমাদের সাহায্যের কোন দরকার নেই তাঁর। কিন্তু আমরা কি জবাব দিবো?

আপনি শুধু বসে বসে দেখেই যাচ্ছেন। আপনি হয়তো ভাবছেন, শুধু শুধু বামেলায় জড়িয়ে কি লাভ! তার চেয়ে চুপচাপ থাকাই নিরাপদ। কিন্তু আপনি যদি আজ কোন প্রতিবাদ না করেন, কাল আপনার সাথে, আপনার স্ত্রীর সাথে, আপনার নিজের মেয়ের ক্ষেত্রে একই ঘটনায় ঘটবে। এই ঘোড়া লাগাম ছাড়া হওয়ার আগেই একে থামাতে হবে। যেভাবেই হোক। আপনার যতটুকু ক্ষমতা আছে,

তার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে হলেও আপনাকে এগিয়ে আসতেই হবে। মুসলিম ভাই, উম্মাহ এবং সর্বোপরি আল্লাহর প্রতি আপনার দায়িত্ব আপনাকে পালন করতেই হবে। উম্মাহর সমস্যা থেকে দূরে বসে শুধুমাত্র তত্ত্বকথা কপচানো কখনোই ইসলামের বিশিষ্ট নয়। শুধুমাত্র এই কারণেই স্পেনের মুসলিমরা স্পেনের দখল হারিয়েছিল। ঐতিহাসিক আল-মাকারি লিখেছিলেন, খুসেডাররা একের পর এক শহর আক্রমণ করছিলো আর দখল করে নিছিলো, কিন্তু আন্দালুসের মাসজিদগুলোতে এই বিষয়ে কোন আলোচনাই করা হতো না। মুসলিমদের করণীয় সম্পর্কে খুতবাগুলোতে কিছুই বলা হতো না, কিছুই না। উলামাগণ তখনও বিভিন্ন বৈষয়িক আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। তারা উম্মাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।

আন্দালুসের প্রথ্যাত আলিম ইবন হাজম আল-আন্দালুসি আন্দালুসের উলামা এবং ইমামদের এই নিশ্চূপ ভূমিকায় হতাশ হয়ে বলেছিলেন, “এইসব ফাসিকদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে না, যারা নেকড়ের অন্তরের উপর ভেড়ার পোশাক পরিয়ে নিজেদের আলিম দাবি করছে”। তিনি আরো বলেছিলেন, “তারা করছে টা কি? তারা উম্মাহর কোন উপকারেই আসছে না। উম্মাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে! আল-আন্দালুসের উপর শত্রুরা আক্রমণ করে দখল করে নিতে চলেছে, আর তারা এখনও ফিকহি বিষয় নিয়ে তর্ক করে চলেছে।”

তাই আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে, আমাদের জড়তা কাটিয়ে সোজা হতে হবে, আমাদের এক্যবন্ধ হতে হবে। আমাদের কর্তৃস্বর জোরাল করতে হবে। এটিও ইবাদাহ। আপনি আপনার ভাইকে সাহায্য করার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাতই করছেন। এর বিনিময়ে আল্লাহ আপনাকে দুনিয়ায় সাহায্য করবেন এবং আখিরাতে পুরস্কৃত করবেন। উম্মাহ এখন কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, আমাদের সবার পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আমাদের নিজেদের, আমাদের পরিবারগুলোকে এবং আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের রক্ষা করেন।

আমিন।